সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

الإيمان—এর অনুবাদ

# একজন মুসলিমের ঈমান

আব্দুল মাজীদ যিনদানী

অনুবাদ
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

সম্পাদনা
মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহিল কাইয়ুম

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ



ঈমান ও আকিদা | একজন মুসলিমের ঈমান

**মাকতাবাতুল ফুরকান** কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

**গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান**

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাওয়াল ১৪৪২ / মে ২০২১
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব
ISBN : 978-984-95227-1-3
মূল্য : ৳ ৩০০ (তিন শত টাকা)     USD 10.00

**অনলাইন পরিবেশক**
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

# প্রকাশকের কথা

আমরা যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, তারা—বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদার সম্প্রদায়—ঈমান নিয়ে খুব কমই চর্চা করি। সঙ্গতকারণেই এ বিষয়ে পুস্তকাদিও খুব বেশি পাঠ করা হয় না। ধারণা করা হয়, মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমান তো ঠিকই আছে এবং এ সংক্রান্ত আলোচনা কেবল অমুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য! এ ধারণা সঠিক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের অনেকের কর্মকাণ্ড দেখে ঈমানের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। মূলত ঈমানের চর্চা না থাকায় মুসলিম হিসেবেও আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। মুসলিমদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে যে সমৃদ্ধি অর্জন করার কথা ছিল, তা থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছি। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পন্থা হচ্ছে, ঈমানকে মজবুত করা। ঈমান সম্পর্কে জানা না থাকলে এটি সম্ভব নয়। মানুষ যা বিশ্বাস করে, তা-ই তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সঠিক ঈমান নিশ্চিতভাবেই আমাদের সঠিক কাজে উৎসাহিত করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে *একজন মুসলিমের ঈমান* একটি সার্থক রচনা।

গ্রন্থটি লিখেছেন ইয়েমেনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আব্দুল মাজীদ যিনদানী। আর এটি অনুবাদ করেছেন এদেশের তরুন ও বিশ্বস্ত অনুবাদক মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ সকল দিকই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রন্থটি মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিম কিংবা নব-মুসলিমদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গতকারণেই অমুসলিম পাঠকদের কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটিতে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিতে মূল আরবি ইবারত ব্যবহার করা হয়নি।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। যারা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

**মুহাম্মাদ আদম আলী**
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

১১ শাওয়াল ১৪৪২ / ২৪ মে ২০২১



# কিছু কথা

আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

একজন মুসলমানের জীবনে ঈমানের মূল্য সবচেয়ে বেশি। সবকিছুর ঊর্ধ্বে ঈমানের অবস্থান। সে সর্বহারা হলেও শুধু ঈমান হৃদয়ে ধারণ করে বেঁচে থাকতে পারে। ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমান ও বিশ্বাসী জীবন আলোকিত জীবন। কুফর ও অবিশ্বাসী জীবন তিমিরাচ্ছন্ন। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অন্ধকার। মুমিন পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি এবং শৃংখলার প্রতীক। মুমিন পৃথিবীর অস্তিত্বের খুঁটি।

ঈমান সত্যের প্রতি দৃঢ় এবং অবিচল বিশ্বাসের নাম যাতে সন্দেহ-সংশয়ের স্থান নেই। সুযোগ নেই দোদুল্যমান কিংবা সন্দিহান থাকার। ঈমান তো সেই মহা সত্যকে বুকে ধারণ করার নাম, যা ওহীর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে; কুরআন মাজীদ এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ্য় সংরক্ষিত আছে।

*একজন মুসলিমের ঈমান* গ্রন্থটিতে ঈমানের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে। লেখক প্রতিটি বিষয়ে কুরআন মাজীদকে মূল ধরেই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কিছু জায়গায় এনেছেন হাদীসের ভাষ্য। যৌক্তিক আলোচনাগুলো উপস্থাপন করেছেন সহজ, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষায়। ফলে ঈমানের মতো গুরুগম্ভীর আলোচনাও বাঙময় হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হচ্ছে আধুনিক ইসলামী সাহিত্য ও প্রকাশনার অন্যতম পথিকৃত *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দান করেন।

**হামদুল্লাহ লাবীব**
২৫ শাবান ১৪৪২

# সূচিপত্র


ভূমিকা ৯

**ঈমান ও তার স্বরূপ ১২**
অন্তরের সংশোধন ১৪

**আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ২১**
ইলম ও জ্ঞান ঈমান লাভের পথ ২১
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে যৌক্তিক দলীল ২২
প্রকৃতি কি জিনিস? ৩৫
একটি ধারণা ও তার খণ্ডন ৩৬
খ্রিস্টানদের ভ্রষ্টতা ও তার খণ্ডন ৩৭
নিরুপায়ের ডাকে তিনি সাড়া দেন ৩৮
ঈমানের দলীলের ব্যাপারে কাফেরদের অবস্থান ৩৯
কুফরির অনুসরণ ৪০
সংশয় সৃষ্টি ৪০
বিশ্বাস স্থাপনের জন্য শর্তারোপ করা ৪২

**আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহ ৪৩**
আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহ জানার গুরুত্ব ৪৩
ওহী সর্বোত্তম পন্থা ৪৪
সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে আল্লাহ পবিত্র ৪৫
আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের প্রতি ঈমান ৪৫
আসমাউল হুসনা ৪৭

**মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল ৪৮**
মুহাম্মাদ-এর রিসালতের প্রমাণ ৪৮
কিয়ামতের নিদর্শন ৫৬
সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক রীতির পরিবর্তন ৬২
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ৬৬
পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে বর্ণিত সুসংবাদসমূহ ৭১
নবীজীর প্রাসঙ্গিক সবকিছুই তার নবুয়তের সত্যতা ৭৫





**ইসলামী শরীয়া সর্বকালে এবং সবখানে উপযোগী ৮১**
আন্তরিক ইবাদাত ৮২
ইবাদাতে দৃঢ় সঙ্কল্প ৯৪

**ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৯৫**

**কিতাবের প্রতি ঈমান ৯৭**
আল-কুরআনুল আযীম ৯৮

**রাসূলদের প্রতি ঈমান ১০৬**
রাসূল প্রেরণের কারণ ১০৭
রাসূলদের গুণাবলী ১০৯
পূর্ববর্তী রাসূলগণ ১১০
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১১

**শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ১১২**
বারযাখী তথা মধ্যবর্তী জীবন ১১৭
কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা ১১৯
জান্নাত ও জাহান্নাম ১২০
পুনরুত্থান কীভাবে হবে? ১২২

**তাকদীরের প্রতি ঈমান ১২৬**
দুটি সংশয় ১২৮

**ঈমানের দাবি ১৩২**
ঈমান ভঙ্গের কারণ ১৩৭
কুফর এবং তার প্রকারভেদ ১৩৭
শিরক এবং তার প্রকারভেদ ১৩৮
রিদ্দাহ তথা ধর্মত্যাগ ১৪০
মানুষ কীভাবে মুরতাদ হয়ে যায়? ১৪০
নিফাক তথা কপটতা ১৪৪
মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ১৪৪
বিপজ্জনক অজ্ঞতা ১৪৭
বিভিন্ন প্রকার শিরক ১৪৯
ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার শিরক ১৫০
যে অগ্রগতি থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি ১৫৫
সফলতার পথ ১৬০

# ভূমিকা

মানুষের প্রথম দায়িত্ব জ্ঞানের পথ ধরে আল্লাহকে চেনা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সুতরাং জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।' (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১৯)। এরপর কর্তব্য হলো, তাঁর রবের প্রেরিত রাসূল এবং তাঁর রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে অবগতি লাভ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি জানে, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা রা'দ, ১৩ : ১৯)

তাকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করার রহস্য এবং যে জগতের দিকে সে নিত্য ধাবমান, এছাড়া তাঁর রবের দ্বীন-যে দ্বীনের আনুগত্যের ব্যাপারে সে আদিষ্ট—সে সম্পর্কে জানাও তার একান্ত দায়িত্ব। জ্ঞানের মর্যাদা জ্ঞাত বিষয়ের মর্যাদা অনুপাতেই হয়ে থাকে। আর ঈমানের ইলম ও জ্ঞান—সে তো আল্লাহর পরিচয়, তাঁর রাসূলের পরিচয়, আল্লাহর দ্বীনের পরিচয়-সংশ্লিষ্ট। কোনো কাজের গুরুত্ব ততটুকুই হয়ে থাকে, মানুষ যে পরিমাণ কল্যাণ তার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। ঈমানের ইলম ও জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মহা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমানের ইলম মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে, ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য ও মহা সফলতা বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা পার্থিব-জীবনে মুমিনদের অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তন্মধ্যে :

১। শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর মুমিনদের সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।' (সূরা রূম, ৩০ : ৪৭)

২। তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন।' (সূরা হজ, ২২ : ৩৮)

৩। তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক।' (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৭)

৪। হিদায়াত ও সরলপথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সরল পথ প্রদর্শনকারী।' (সূরা হজ, ২২ : ৫৪)



৫। তাদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফেরদের জন্য পথ রাখবেন না। (সূরা নিসা, ৪ : ১৪১)

৬। তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রতিনিধিত্ব প্রদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের যমীনে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠত করবেন তাদের দ্বীন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন।' (সূরা নূর, ২৪ : ৫৫)

৭। তাদের উত্তম রিযিক-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ তাদের জন্য খুলে দিতাম।' (সূরা আরাফ, ৭ : ৯৬)

৮। তাদের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ : ৮)

৯। তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কল্যাণময় জীবন দান করবেন। তিনি বলেন, 'যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।' (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৯৭)

পার্থিব-জীবনে মুমিনগণ যেসব কল্যাণ লাভ করবে, এগুলো তার মধ্যে কয়েকটি, যেগুলো আমাদের পূর্ববর্তী সত্যবাদী মুমিনগণ তাদের জীবনে লাভ করেছিলেন। আর পরকালীন জীবন-সম্পর্কে তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এ কথাটিই যথেষ্ট—'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।' (সূরা কাহাফ, ১৮ : ১০৭-১০৮)। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা লুকমান, ৩১ : ৮-৯)।

বর্তমান সময়ের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ফিকির করলে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ইহকালীন-জীবনে যেসব বিষয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেগুলো তাদের জীবনে অনুপস্থিত। যা তাদের ঈমান ও বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। অথবা তারা ঈমানের বহু সিফাত ও গুণাবলী হারিয়ে ফেলেছে, কিংবা বলা যায়, ঈমানের অধিকাংশ গুণাবলীই আজ তাদের মাঝে বিদ্যমান নেই। তাই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সেসব সাহায্য, অভিভাবকত্ব গ্রহণ, তাদের রক্ষা করা, হিদায়াত দান, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ও স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা, তাদের ওপর কাফেরদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া, উত্তম রিযিক প্রদান; সম্মান-মর্যাদা ও কল্যাণময় জীবন প্রদান, ইত্যাদি তাদের ইহকালীন জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় বহাল থাকবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হারাবে মুমিনদের জন্য আখিরাতে আল্লাহ তাআলা যেসব নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন সে নিয়ামতসমূহ। ইহকালের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরকালেও; বরং হতে পারে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে। তাই ঈমান মজবুত করা, অটল থাকা এবং তাকে নবায়ন করা খুবই জরুরী। আর এটা সম্ভব হবে মুসলমানদের মাঝে দ্বীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে। দ্বীনী আহকাম ও বিধি-বিধানগুলোর বাস্তবায়ন এবং সেগুলো মেনে চলার মধ্য দিয়ে। এ দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আলিমগণকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, বিশেষভাবে তারাই প্রত্যক্ষ করছেন, মুসলমানদের মাঝে নাস্তিকতার বিষবাষ্প কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর অপতৎপরতা তারা প্রত্যক্ষ করছেন। তাছাড়া সমাজে কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির ছড়াছড়িও দেখতে পাচ্ছেন তারা। যেসব কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতিকে ওইসব দুষ্ট লোকেরা দ্বীনের নামে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ঈমান-বিষয়ক একটি কিতাব এটি। যা মুসলমানদের সামনে আমি পেশ করছি। কিতাবটি 'জরুরী দ্বীন-শিক্ষা' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কিতাবটিকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত বলে বিবেচনা করেন। এর মাধ্যমে উপকৃত করেন মুসলিম-সমাজকে। আমি দ্বীনের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করব, তারা নিজে দ্বীন শেখা, নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের দ্বীনের তা'লীম দানে ব্রত হবেন। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দানকারী।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

**আবদুল মাজীদ যিনদানী**



# ঈমান ও তার স্বরূপ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ঈমানের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস লালনকারীর আমল আল্লাহ কবুল করেন। যে ঈমানের মাধ্যমে ওই সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়, আল্লাহ তাআলা যেসকল প্রতিশ্রুতি মুমিনদের দিয়েছেন।

**বিশ্বাস ও আমলের সমন্বয়ের নাম ঈমান :** আল্লাহ তাআলা বলেন : 'মুমিন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫)।

এ আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই, গ্রহণযোগ্য সত্য ঈমান হলো এমন বিশ্বাস, যার সাথে সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয় না; এমন আমল, যা নিজের সম্পদ ও নিজের জীবন নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের রূপ লাভ করে। এর কারণ, হৃদয়ের বিশ্বাসই ঈমান কবুলের জন্য যথেষ্ট নয়। ইবলিসও তো আল্লাহকে বিশ্বাস করত। যে বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এ বাণীতে ফুটে উঠেছে : 'হে আমার রব, আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যে দিন তারা পুনরুত্থিত হবে।' (সূরা সদ, ৩৮ : ৭৯)। তাছাড়া আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল না করায় তাকে তিনি কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন : 'ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে। আর সে হলো কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা বাকারা, ২ : ৩৪)। সুতরাং নিম্লোক্ত দুটি জিনিস সম্বলিত বিষয়কে যথার্থ ঈমান বলা হবে :

- ✓ ১। ওই বিশ্বাস—যার সাথে সন্দেহ-সংশয়ের মিশ্রণ নেই।
- ✓ ২। ওই আমল—যা সেই বিশ্বাসকে সত্যায়ন করে; বিশ্বাসের ফসল হলো আমল।